সন্ধি

পাশাপাশি দুইটি পদ থাকিলে দ্রুত উচ্চারণ করিবার ফলে প্রথমপদটির শেষবর্ণ ও পরপদটির প্রথমবর্ণ পরস্পরের সান্নিহিত থাকায় উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটে। ইহার ফলে কখনও বর্ণ দুইটির যেকোনো একটির, কখনও-বা দুইটি বর্ণেরই কিছু কিছু পরিবর্তন হয়।

৪১। সন্ধি : পরস্পর সন্নিহিত দুইটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।

বাংলা ভাষায় বহু তৎসম (খাঁটী সংস্কৃত) শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে। লিখন-পঠনে এইসমস্ত শব্দের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য সংস্কৃত সন্ধি-সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং প্রথমেই আমরা সংস্কৃত সন্ধির আলোচনা করিব। **সন্ধির ব্যাপারে প্রত্যেকটি শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলির ক্রমাবস্থান, পদ-বিধি ও বচ-বিধি-সম্পর্কে তোমাদের সচেতন থাকিতে হইবে।**

সংস্কৃত সন্ধি

সংস্কৃত সন্ধি তিন প্রকার—স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

স্বরসন্ধি

৪২। স্বরসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যে মিলন তাহাকে স্বরসন্ধি বলা হয়।

পূর্বপদের শেষবর্ণ ও পরপদের প্রথমবর্ণ উভয়েই যদি স্বরবর্ণ হয়, তখন তাহাদের মধ্যে যে সন্ধি হইবে তাহাই স্বরসন্ধি। স্বরসন্ধির সূত্রাবলী দেওয়া হইল।—

(১) অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয়; সেই আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—

অ+অ=আ : বেদ+অন্ত=বেদান্ত; রাম+অয়ন=রামায়ণ (ণত্ব-বিধি দেখ); পর (পরম)+অয়ন=পরায়ণ (বিষ্ণু); অপর+অহ্ন=অপরাহ্ণ (হ্ন হ্ণ হইয়াছে); স্বদেশ+অনুরাগ=স্বদেশানুরাগ; দিবস+অন্তে=দিবসান্তে; রক্ত+অক্ত (লিপ্ত)=রক্তাক্ত; পার (ওপার)+অবার (এপার)=পারাবার; রোম+অঞ্চিত (উত্থিত)=রোমাঞ্চিত; গৌর+অঙ্গিনী=গৌরাঙ্গিনী; পর (শ্রেষ্ঠ)+অবর (নিকৃষ্ট)=পরাবর; হিম+অদ্রি=হিমাদ্রি; সেইরূপ পরাস্ত, চরাচর, ক্ষীরার্ণব, সর্বস্বান্ত, কৃতার্থ, কূর্মাচল, উত্তরাধিকার, চিরাভ্যস্ত, চরণামৃত, জীবাণু, সিতাসিত, স্বাধীনতা, রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্পাঞ্জলি, স্নেহান্ধ, সত্যানুধ্যায়ী, দেবানুগৃহীত, নবানুরাগ, সূর্যাস্ত, পাদ্যার্ঘ্য, শুভানন।

অ+আ=আ : স্ব+আয়ত্ত=স্বায়ত্ত; বিবেক+আনন্দ=বিবেকানন্দ; পুষ্প+আসার=পুষ্পাসার; হিম+আলয়=হিমালয়; শোক+আবেগ=শোকাবেগ; সিংহ+আসন=সিংহাসন; সেইরূপ দেহার্থ, দেবালয়, পদ্মাসন, চিরাগত, চিরাচরিত, রত্নাকর, পরমানন্দ, পদানত, প্রেমাবেশ, চরণাশ্রিত, চিত্তাকর্ষক, গতায়াত, ধ্যানাসীন, দেবাহূত, স্নেহাশিস্, দূরাগত, রত্নাগার, হিতাকাঙ্ক্ষী, দিগ্বাধা।

আ+অ=আ : পূজা+অর্চনা=পূজার্চনা ; যথা+অর্থ=যথার্থ ; মহিমা+অন্বিত=মহিমান্বিত ; তন্দ্রা+অভিভূত=তন্দ্রাভিভূত ; সেইরূপ বিদ্যার্জন, কারাবরুদ্ধ, কথামৃত, আশাতিরিক্ত, শিক্ষানুরাগ, মায়াঞ্জন, শ্রদ্ধাঞ্জলি, বেদনানুভূতি, দ্বারকাধীশ, চূড়ান্ত, বিদ্যাভ্যাস, চিন্তান্বিত, সুধার্ণব, স্পর্ধান্বিত, ঈর্ষান্বিত, মুক্তাধিক।

আ+আ=আ : পরীক্ষা+আগার=পরীক্ষাগার ; বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয় ; মহা+আহব (যুদ্ধ)=মহাহব ; কল্পনা+আলোক=কল্পনালোক ; সুধা+আধার=সুধাধার ; সেইরূপ ক্ষুধাতুর, পূজাহ্নিক, নিদ্রাচ্ছন্ন, সুধাকর, শিক্ষায়তন, আশাহতা, ছায়াবৃতা, বিদ্যালোচনা, সন্ধ্যারতি, মহাশয়, মহালয়া, তন্দ্রাচ্ছন্ন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, চিন্তাবিষ্ট, মাত্রাধিক্য।

(২) **ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈ-কার হয় ; সেই ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।**

ই+ই=ঈ : রবি+ইন্দ্র=রবীন্দ্র ; মুনি+ইন্দ্র=মুনীন্দ্র ; মণি+ইন্দ্র=মণীন্দ্র ; তদ্রূপ রবীন্দ্র, অতীব, অতীত, প্রতীতি, অতীন্দ্রিয়।

ই+ঈ=ঈ : গিরি+ঈশ=গিরীশ ; পরি+ঈক্ষা=পরীক্ষা ; পরি+ঈক্ষিত=পরীক্ষিত ; কবি+ঈশ=কবীশ ; ক্ষৌণি (পৃথিবী)+ঈশ্বর=ক্ষৌণীশ্বর ; সেইরূপ পরীক্ষক, পরীক্ষিকা, পরীক্ষণ, প্রতীক্ষা, অদ্রীশ, অভীপ্সা, অধীশ, অধীশ্বরী।

ঈ+ই=ঈ : সুধী+ইন্দ্র=সুধীন্দ্র ; সতী+ইন্দ্র=সতীন্দ্র ; রথী+ইন্দ্র=রথীন্দ্র ; সেইরূপ যতীন্দ্র, যোগীন্দ্র।

ঈ+ঈ=ঈ : পৃথ্বী+ঈশ=পৃথ্বীশ ; শচী+ঈশ=শচীশ ; সতী+ঈশ=সতীশ ; সেইরূপ গৌরীশ, গোপীশ্বর (শিব), ফণীশ্বর। [ঈক্ষণ, ঈক্ষা, ঈক্ষক, ঈক্ষিকা, ঈক্ষণীয়, ঈক্ষিত, ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর, ঈশ্বরী শব্দগুলির বানানে ঈ-কার বিশেষভাবে লক্ষ্য কর।]

(৩) **উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ-কার হয় ; সেই ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—**

উ+উ=ঊ : কটু+উক্তি=কটূক্তি ; মরু+উদ্যান=মরূদ্যান ; সু+উক্ত=সূক্ত ; ভানু+উদয়=ভানূদয় ; মৃত্যু+উত্তীর্ণ=মৃত্যূত্তীর্ণ ; সেইরূপ বিধূদয়, মধূৎসব।

উ+ঊ=ঊ : লঘু+ঊর্মি=লঘূর্মি ; তনু+ঊর্ধ্ব=তনূর্ধ্ব।

ঊ+উ=ঊ : বধূ+উদয়=বধূদয় ; বধূ+উৎসব=বধূৎসব।

ঊ+ঊ=ঊ : সরযূ+ঊর্মি=সরযূর্মি ; ভূ+ঊর্ধ্ব=ভূর্ধ্ব।

(৪) **অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া এ-কার হয় ; সেই এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—**

অ+ই=এ : স্ব+ইচ্ছা=স্বেচ্ছা ; পূর্ণ+ইন্দু=পূর্ণেন্দু ; বল+ইন্দ্র=বলেন্দ্র ; সেইরূপ দেবেন্দ্র, সূর্যেন্দু, দর্শনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

অ+ঈ=এ : রাজ্য+ঈশ্বর=রাজ্যেশ্বর ; ভব+ঈশ=ভবেশ ; অপ+ঈক্ষা=অপেক্ষা ; হৃষীক (জ্ঞানেন্দ্রিয়)+ঈশ=হৃষীকেশ ; তদ্রূপ রাসেশ্বর, প্রাণেশ, গোপেশ, দনুজেশ্বর, কমলেশ (সূর্য), হৃদয়েশ।

আ+ই=এ : যথা+ইষ্ট=যথেষ্ট ; সুধা+ইন্দু=সুধেন্দু ; রসনা+ইন্দ্রিয়=রসনেন্দ্রিয় ; সেইরূপ মহেন্দ্র, তারকেন্দু।

অ + ঈ = এ : রমা + ঈশ = রমেশ ; মহা + ঈশান = মহেশান ; দ্বারকা + ঈশ্বর = দ্বারকেশ্বর ; সারদা + ঈশ্বরী = সারদেশ্বরী ; তদ্রূপ উমেশ, কমলেশ (বিষ্ণু), মিথিলেশ, মহেশ্বর, বসুধেশ্বর ।

(৫) **অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় ; সেই ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় ।—**

অ + উ = ও : কাব্য + উদ্যান = কাব্যোদ্যান ; দাম + উদর = দামোদর ; লম্ব + উদর = লম্বোদর ; রস + উত্তীর্ণ = রসোত্তীর্ণ ; সময় + উপযোগী = সময়োপযোগী ; তদ্রূপ পুণ্যোদক, সূর্যোদয়, পাদোদক, প্রথমোক্ত, পুরুষোত্তম, সর্বোচ্চ, জলোচ্ছ্বাস, গাত্রোত্থান, স্নানোৎসব, পুষ্পোদ্যান, অঙ্গোপাঙ্গ, স্নাতকোত্তর, সর্বোত্তম, পরোপকারী, অস্ত্রোপচার ।

অ + ঊ = ও : চঞ্চল + ঊর্মি = চঞ্চলোর্মি ; পর্বত + ঊর্ধ্ব = পর্বতোর্ধ্ব ; তদ্রূপ চলোর্মি ।

আ + উ = ও : কথা + উপকথন = কথোপকথন ; যথা + উচিত = যথোচিত ; বিদ্যা + উপার্জন = বিদ্যোপার্জন ; মহা + উপকার = মহোপকার ; দুর্গা + উৎসব = দুর্গোৎসব ; সেইরূপ বিদ্যোদয়, পূজোপাসনা, স্বাধীনতোত্তর, গীতোক্ত, স্পর্ধোক্তি, গঙ্গোদক ।

আ + ঊ = ও : নবা + ঊঢ়া = নবোঢ়া ; মহা + ঊর্মি = মহোর্মি ; তদ্রূপ গঙ্গোর্মি ।

(৬) **অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয় ; অর্-এর অ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ রেফ (') হইয়া পরবর্ণের মস্তকে চলিয়া যায় ।—**

অ + ঋ = অর্ : দেব + ঋষি = দেবর্ষি ; বিপ্র + ঋষি = বিপ্রর্ষি ; উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ ; ভরত + ঋষভ = ভরতর্ষভ ; যুগ + ঋষি = যুগর্ষি ।

আ + ঋ = অর্ : মহা + ঋষি = মহর্ষি ; মহা + ঋষভ = মহর্ষভ ; রাজা + ঋষি = রাজর্ষি ।

কিন্তু অ-কার বা আ-কারের পর 'ঋত' (পীড়িত : √ঋ + ক্ত) শব্দের ঋ থাকিলে করণ-তৎপুরুষ সমাসে উভয়ে মিলিয়া আর্ হয় ; আর্-এর আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ রেফ (') হইয়া পরবর্ণের মস্তকে চলিয়া যায় ।—

অ + ঋত = আর্ত : শীত + ঋত = শীতার্ত ; দুঃখ + ঋত = দুঃখার্ত ; ভয় + ঋত = ভয়ার্ত ; হিম + ঋত = হিমার্ত ; তদ্রূপ স্নেহার্ত, শোকার্ত ।

আ + ঋত = আর্ত : বেদনা + ঋত = বেদনার্ত ; পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত ; ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত ; তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত ; তদ্রূপ শঙ্কার্ত, বন্যার্ত ।

(৭) **অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয় ; সেই ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় ।**

অ + এ = ঐ : জন + এক = জনৈক ; হিত + এষণা = হিতৈষণা ; সর্ব + এব = সর্বৈব ; সেইরূপ হিতৈষী, শুভৈষী ।

অ + ঐ = ঐ : মত + ঐক্য = মতৈক্য ; বিত্ত + ঐশ্বর্য = বিত্তৈশ্বর্য ; চিত্ত + ঐশ্বর্য = চিত্তৈশ্বর্য ।

আ + এ = ঐ : সদা + এব = সদৈব ; তথা + এব = তথৈব ; বসুধা + এব = বসুধৈব ।

আ + ঐ = ঐ : মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য ; মহা + ঐরাবত = মহৈরাবত ।

(৮) **অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔ-কার হয় ; সেই ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।—**

অ + ও = ঔ : বন + ওষধি = বনৌষধি ; মাংস + ওদন = মাংসৌদন ; তদ্রূপ বিম্বৌষ্ঠ।

অ + ঔ = ঔ : অমৃত + ঔষধ = অমৃতৌষধ ; চিত্ত + ঔদাস্য = চিত্তৌদাস্য।

আ + ও = ঔ : গঙ্গা + ওঘ (ঢেউ) = গঙ্গৌঘ ; মহা + ওষধি = মহৌষধি।

আ + ঔ = ঔ : মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য ; মহা + ঔৎসুক্য = মহৌৎসুক্য।

(৯) **ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকিলে পূর্ববর্তী ই-কার কিংবা ঈ-কার স্থানে য্ হয় ; সেই য্ য-ফলা (্য) হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ্য-তে যুক্ত হয়।**

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত ; প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন ; ইতি + আদি = ইত্যাদি ; অধি + অয়ন = অধ্যয়ন ; অনুমতি + অনুসারে = অনুমত্যনুসারে ; প্রতি + অর্পিত = প্রত্যর্পিত ; ইতি + অবসরে = ইত্যবসরে ; অধি + উষিত = অধ্যুষিত ; প্রতি + উষ = প্রত্যুষ* ; প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন ; মূর্তি + অন্তর = মূর্ত্যন্তর ; অভি + আগত = অভ্যাগত ; পরি + অটন = পর্যটন ; যদি + অপি = যদ্যপি ; নদী + অম্বু = নদ্যম্বু ; অনাদি + অন্ত = অনাদ্যন্ত ; পরি + অবসান = পর্যবসান ; সেইরূপ অত্যাশ্চর্য, সূচ্যগ্র, ব্যুৎপত্তি, অত্যুন্নতি, অগ্ন্যুদ্গার, প্রত্যাখ্যান, প্রত্যুত্তর, প্রত্যুপকার, অত্যৈশ্বর্য, বহ্ন্যুৎসব, অভ্যুদয়, গত্যন্তর, অধ্যশন, অভ্যুত্থান, অধ্যাসন, পর্যন্ত, উপর্যুপরি, পর্যাপ্ত, পর্যবসিত, পর্যটক, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা।

দ্রষ্টব্য : পরি, উপরি প্রভৃতি পূর্বপদ হইলে সন্ধিজাত য্ য-ফলা না হইয়া নিজরূপেই থাকে, পূর্ববর্তী র্ রেফ (র্) হইয়া য-কারের মাথায় চলিয়া যায় এবং পরপদের প্রথম স্বর য-কারে যুক্ত হয়। উপরের অনুচ্ছেদে শেষ সাতটি উদাহরণ দেখ।

(১০) **উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকিলে পূর্ববর্তী উ-কার কিংবা ঊ-কার স্থানে ব্ হয় ; সেই ব্ ব-ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব-ফলায় যুক্ত হয়।**

অনু + অয় = অন্বয় ; সু + অল্প = স্বল্প ; সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ ; মনু + অন্তর = মন্বন্তর ; সু + আগত = স্বাগত ; অনু + ইত = অন্বিত ; অনু + এষণ = অন্বেষণ ; পশু + অধম = পশ্বধম ; পশু + আচার = পশ্বাচার ; সু + অস্তি = স্বস্তি ; ধাতু + অবয়ব = ধাত্ববয়ব।

(১১) **ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ঋ-স্থানে র্ হয়। এই র্ র-ফলা (্র) হইয়া পূর্ববর্ণের পদতলে বসে ; পরবর্তী স্বর র-ফলায় যুক্ত হয়।**

পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি ; মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ ; তদ্রূপ পিত্রালয়, ভ্রাত্রুপদেশ, দাত্রাদর্শ।

(১২) **অন্য স্বর পরে থাকিলে পূর্ববর্তী এ-কার স্থানে অয়্, ঐ-কার স্থানে আয়্, ও-কার স্থানে অব্, ঔ-কার স্থানে আব্ হয়। পরবর্তী স্বরবর্ণটি য়্ কিংবা ব্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।** নে + অন = নয়ন ; শে + আন = শয়ান ; গৈ + অক = গায়ক ;

* ঊষা শব্দের বৈদিক বানান **ঊষা**।

নৈ+ইকা=নায়িকা ; ভো+অন=ভবন ; গো+এষণা=গবেষণা ; পৌ+অক=পাবক ; দ্রৌ+অক=দ্রাবক ; ভৌ+উক=ভাবুক ; পো+ইত্র=পবিত্র ; পৌ+অন=পাবন ; গো+আদি=গবাদি ; তদ্রূপ শায়ক, নায়ক, গায়িকা, শয়িত, পবন, নাবিক।

৪৩। **নিপাতন-সন্ধি :** যে-সমস্ত শব্দ সন্ধিসূত্রের মধ্যে পড়ে না অথচ সন্ধিবদ্ধ হয় কিংবা যে-সমস্ত শব্দ সন্ধির নিয়মমতো সুনির্দিষ্ট রূপ না পাইয়া অন্যপ্রকার রূপলাভ করে, নিয়ম-বহির্ভূত সেই সন্ধিকে নিপাতন-সন্ধি বলা হয়। নিপাতন-সিদ্ধ স্বরসন্ধি : কুল+অটা=কুলটা (কুলাটা নয়) ; সম+অর্থ=সমর্থ (সমার্থ নয়) ; গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র (গবিন্দ্র নয়) ; প্র+ঊঢ়=প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়) ; শুদ্ধ+ওদন (অন্ন)=শুদ্ধোদন (শুদ্ধৌদন নয়) ; গো+অক্ষ=গবাক্ষ (গবক্ষ নয়) ; সার+অঙ্গ=সারঙ্গ (সারাঙ্গ নয়) ; মার্ত+অণ্ড=মার্তণ্ড (মার্তাণ্ড নয়) ; স্ব+ঈর=স্বৈর (স্বের নয়) ; অন্য+অন্য=অন্যোন্য ('পরস্পর' অর্থে), কিন্তু 'অপরাপর' অর্থে "অন্যান্য" শব্দটি সন্ধিসূত্র মানিতেছে ; অক্ষ+ঊহিনী (সমষ্টি)=অক্ষৌহিণী (অক্ষোহিণী নয়, ণত্ব-বিধি লক্ষ্য কর) ; বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ (কিন্তু "বিম্বৌষ্ঠ" সন্ধিসূত্রজাত শব্দ) ; সীমন্+অন্ত=সীমন্ত ('সিঁথি' অর্থে), কিন্তু 'সীমার শেষ' অর্থে "সীমান্ত" সন্ধিসূত্রে পড়িতেছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি

৪৪। **ব্যঞ্জনসন্ধি :** ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের কিংবা স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

পূর্বপদের শেষবর্ণ ও পরপদের প্রথমবর্ণ—ইহারা উভয়েই যদি ব্যঞ্জন হয়, কিংবা ইহাদের যেকোনো একটি যদি ব্যঞ্জন হয়,—অপরটি তখন স্বরবর্ণ হইবেই—তখন ইহাদের মধ্যে যে সন্ধি হইবে, তাহাই ব্যঞ্জনসন্ধি।

(১) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থবর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ক্ স্থানে গ্, চ্ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্ এবং প্ স্থানে ব্ হয়। দিক্+অন্ত=দিগন্ত ; দিক্+ভ্রম=দিগ্ভ্রম ; দিক্+বিজয়ী=দিগ্বিজয়ী ; বাক্+ঈশ্বরী=বাগীশ্বরী ; দিক্+গজ=দিগ্গজ ; পৃথক্+অন্ন=পৃথগন্ন ; দিক্+অঙ্গনা=দিগঙ্গনা ; বাক্+আড়ম্বর=বাগাড়ম্বর ; প্রাক্+উক্ত=প্রাগুক্ত ; অচ্+অন্ত=অজন্ত (স্বরান্ত অর্থে) ; বাক্+ব্রহ্ম=বাগ্ব্রহ্ম ; বাক্+দেবী=বাগ্দেবী ; ঋক্+বেদ=ঋগ্বেদ ; ণিচ্+অন্ত=ণিজন্ত ; সুপ্+অন্ত=সুবন্ত ; অপ্+জ=অব্জ ; ষট্+ঋতু=ষড়্ঋতু ; ষট্+যন্ত্র=ষড়্যন্ত্র ; ষট্+অঙ্গক=ষড়ঙ্গক ; ষট্+ঐশ্বর্য=ষড়ৈশ্বর্য ; ষট্+দর্শন=ষড়্দর্শন ; তদ্রূপ ষড়ক্ষর, ষড়ানন, বাগিন্দ্রিয়, ষড়্রস। [**দ্রষ্টব্য :** ড্ পদের আদিতে না থাকিলে ড়্ হয়। ষড়্ঋতু, ষড়্ভুজ, ষড়্বিংশ, ষড়্দর্শন, ষড়্যন্ত্র, ষড়্বিঘ্ন প্রভৃতি শব্দে ড়্ ব্যঞ্জনান্ত রহিয়াছে, লক্ষ্য কর।]

(২) স্বরবর্ণ, গ্ ঘ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্ কিংবা য্ র্ ব্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে দ্ হয়। জগৎ+ঈশ্বর=জগদীশ্বর ; উদ্*+যোগ=উদ্যোগ ; বিদ্যুৎ+বেগে=বিদ্যুদ্বেগে ; সৎ+বংশীয়=সদ্বংশীয় ; হরিৎ+বর্ণ=হরিদ্বর্ণ ; উদ্+ভিদ্=উদ্ভিদ্, পশ্চাৎ+আগত=পশ্চাদাগত ; উদ্+দীপ্ত=উদ্দীপ্ত, উদ্+

* "বৈয়াকরণেরা ইহাকে দ্-কারান্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।"—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

বিগ্ন = উদ্বিগ্ন ; সৎ + আশয় = সদাশয় ; জগৎ + ইন্দ্র = জগদিন্দ্র ; উদ্ + যত = উদ্যত ; শরৎ + অম্বর = শরদম্বর ; শরৎ + ইন্দু = শরদিন্দু ; তড়িৎ + আলোক = তড়িদালোক ; ভগবৎ + গীতা = ভগবদ্গীতা ; বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ ; তদ্রূপ সদসৎ, মৃদ্গন্ধ, বিপদাপন্ন, জগদম্বা, জগদানন্দ, জগদতীত, কুদন্ত, চিদ্ঘন, কদন্ন, কদর্থ, কদর্য, হৃদাকাশ, বিদ্যুদগ্নি, বিদ্যুদালোক, পশ্চাদপসরণ। [দ্রষ্টব্য : য্ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে য্-ফলা (্য) হয়, এবং র্ পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হইলে র্-ফলা (্র) হয়।]

স্মরণ রাখিও ত্ (ৎ)-ই সন্ধিসূত্রানুসারে দ্ হয়, ত কখনও দ হয় না। ভগবৎ + গীতা = ভগবদ্গীতা হইয়াছে, কিন্তু ভাগবদ্গীতা অশুদ্ধ প্রয়োগ। অনুরূপভাবে, শ্রীমৎ + ভাগবত = শ্রীমদ্ভাগবত।

(৩) চ্ কিংবা ছ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে চ্ হয়। উদ্ + চারণ = উচ্চারণ ; সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র ; সৎ + চিদানন্দ (চিৎ + আনন্দ) = সচ্চিদানন্দ ; শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র [বাংলায় কিন্তু আমরা সন্ধি না করিয়া **শরৎচন্দ্র** রূপটি অক্ষুণ্ণ রাখি] ; চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র ; উদ্ + চকিত = উচ্চকিত ; অসৎ + চিন্তা = অসচ্চিন্তা ; উদ্ + ছেদ = উচ্ছেদ ; তদ্রূপ বিদ্যুচ্চমক, উচ্ছিন্ন।

(৪) জ্ কিংবা ঝ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে জ্ হয়। অসৎ + জন = অসজ্জন ; যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন ; উদ্ + জ্বল = উজ্জ্বল ; বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক ; বিদ্বৎ + জন = বিদ্বজ্জন ; জগৎ + জননী = জগজ্জননী ; জগৎ + জীবন = জগজ্জীবন ; উদ্ + জীবিত = উজ্জীবিত।

(৫) ট্ কিংবা ঠ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে ট্ হয়। তদ্ + টীকা = তট্টীকা।

(৬) ড্ কিংবা ঢ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে ড্ হয়। উদ্ + ডীন = উড্ডীন।

(৭) ল্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে ল্ হয়। উদ্ + লাস = উল্লাস ; তদ্ + লিপি = তল্লিপি ; উদ্ + লিখিত = উল্লিখিত ; বিদ্যুৎ + লেখন = বিদ্যুল্লেখন ; সেইরূপ বিদ্যুল্লসিত।

(৮) ক্, খ্, ত্, থ্, প্, ফ্, স্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত দ্ বা ধ্ স্থানে ত্ (ৎ) হয়। বিপদ্ + পাত = বিপৎপাত ; তদ্ + সম = তৎসম ; ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা ; হৃদ্ + কম্প = হৃৎকম্প ; হৃদ্ + কমল = হৃৎকমল ; হৃদ্ + পদ্ম = হৃৎপদ্ম ; আপদ্ + কাল = আপৎকাল ; বিপদ্ + সঙ্কুল = বিপৎসঙ্কুল ; তদ্ + কালীন = তৎকালীন ; তদ্ + পুরুষ = তৎপুরুষ ; তদ্ + পরতা = তৎপরতা ; সুহৃদ্ + সভা = সুহৃৎসভা ; তদ্ + ত্ব = তত্ত্ব ; তদ্ + সন্নিধানে = তৎসন্নিধানে ; এতদ্ + সত্ত্বেও = এতৎসত্ত্বেও ; সেইরূপ চিৎপুরুষ, হৃৎসমুদ্র, হৃৎস্পন্দন, চিৎসম্পদ্।

(৯) শ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়। উদ্ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ; উদ্ + শ্বসিয়া = উচ্ছ্বসিয়া ; উদ্ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল ; চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি।

(১০) হ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্ হয়। উদ্ + হৃত = উদ্ধৃত ; উদ্ + হার = উদ্ধার ; উদ্ + হৃতি = উদ্ধৃতি ; তদ্ + হিত = তদ্ধিত ; পদ্ + হতি = পদ্ধতি ; জগৎ + হিত = জগদ্ধিত।

(১১) **পদের মধ্যে হ্, ধ্ কিংবা ভ্-এর পরে ত্ থাকিলে হ্ত হইবে ধ্ধ, ধ্ত হইবে দ্ধ, ভ্ত হইবে ব্ধ।** বিমুহ্ + ত = বিমুগ্ধ ; বুধ্ + ত = বুদ্ধ ; দুহ্ + ত = দুগ্ধ ; লভ্ + ত = লব্ধ ; রুধ্ + ত = রুদ্ধ।

(১২) **পদের অন্তস্থিত স্বরবর্ণের পরে ছ্ থাকিলে ছ্ স্থানে চ্ছ্ হয়।** স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ ; পূর্ণ + ছেদ = পূর্ণচ্ছেদ ; সুবর্ণ + ছবি = সুবর্ণচ্ছবি ; পরশু + ছিন্ন = পরশুচ্ছিন্ন ; হেম + ছত্র = হেমচ্ছত্র ; বর্ণ + ছত্র = বর্ণচ্ছত্র ; বি + ছেদ = বিচ্ছেদ ; আ + ছাদিত = আচ্ছাদিত ; বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া ; স + ছিদ্র = সচ্ছিদ্র ; নি + ছিদ্র = নিচ্ছিদ্র ; আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন ; পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন ; মধু + ছন্দা = মধুচ্ছন্দা ; সেইরূপ আচ্ছাদন, পরিচ্ছদ, বিচ্ছিন্ন।

কিন্তু আ-কার ভিন্ন দীর্ঘস্বরের পর ছ্ অথবা চ্ছ্ উভয়ই হয়। গায়ত্রী + ছন্দ = গায়ত্রীছন্দ বা গায়ত্রীচ্ছন্দ ; লক্ষ্মী + ছায়া = লক্ষ্মীছায়া বা লক্ষ্মীচ্ছায়া।

(১৩) **পদের অন্তস্থিত চ্ বা জ্-এর পর ন্ থাকিলে ন্ স্থানে ঞ্ হয়।** যাচ্ + না = (যাচ্ ঞা) = যাচ্ঞা ; রাজ্ + নী = (রাজ্ ঞী) = রাজ্ঞী ; যজ্ + ন = (যজ্ ঞ) = যজ্ঞ।

(১৪) **ন্ কিংবা ম্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ক্ স্থানে ঙ্, ট্ স্থানে ণ্, ত্ বা দ্ স্থানে ন্ এবং প্ স্থানে ম্ হয়।** দিক্ + নিরূপণ = দিঙ্নিরূপণ ; দিক্ + মণ্ডল = দিঙ্মণ্ডল ; জগৎ + নাথ = জগন্নাথ ; মৃৎ + ময় = মৃন্ময় ; চিৎ + ময়ী = চিন্ময়ী . ষট্ + মাস = ষণ্মাস ; তদ্ + ময় = তন্ময় ; তদ্ + মধ্যে = তন্মধ্যে ; উদ্ + নতি = উন্নতি ; উদ্ + নয়ন = উন্নয়ন ; কিঞ্চিৎ + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র ; সৎ + মতি = সন্মতি ; তদ্ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত ; বাক্ + নিষ্পত্তি = বাঙ্নিষ্পত্তি ; পরাক্ (পশ্চাতে) + মুখ = পরাঙ্মুখ ; হৃদ্ + মর্ম = হৃন্মর্ম ; তদ্রূপ জগন্মাতা, জীবন্মৃত, বাঙ্নিষ্ঠ, বিদ্যুন্ময়, ষন্নবতি।

(১৫) **শ্, স্, হ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ন্ স্থানে অনুস্বর হয়।** দন্ + শন = দংশন ; হিন্ + সা = হিংসা ; প্রশন্ + সা = প্রশংসা ; জিঘান্ + সা = জিঘাংসা ; বৃন্ + হিত = বৃংহিত।

(১৬) **চ্ হইতে ম্ পর্যন্ত যেকোনো বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে পরবর্তী বর্গীয় বর্ণটির পঞ্চমবর্ণ হয়।** সম্ + চয় = (সঞ্ চয়) = সঞ্চয় ; সম্ + চিত = সঞ্চিত ; সম্ + জয় = সঞ্জয় ; মৃত্যুম্ + জয়ী = মৃত্যুঞ্জয়ী ; সম্ + ত্রস্ত = (সন্ ত্রস্ত) = সন্ত্রস্ত ; সম্ + ধান = সন্ধান ; সম্ + ধি = সন্ধি ; সম্ + তাপ = সন্তাপ ; শাম্ + তি = শান্তি ; কিম্ + তু = কিন্তু ; সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী ; সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ ; গম্ + তব্য = গন্তব্য ; কিম্ + নর = কিন্নর ; ক্ষাম্ + ত = ক্ষান্ত ; পরম্ + তপ = পরন্তপ ; নিয়ম্ (নি + যম্) + তা = নিয়ন্তা ; সম্ + মান = সম্মান ; সম্ + মতি = সম্মতি ; সম্ + দেশ = সন্দেশ ; বসুম্ + ধরা = বসুন্ধরা ; সম্ + নিহিত = সন্নিহিত ; সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ ; সম্ + বল = সম্বল ; সম্ + বোধন = সম্বোধন। [শেষ তিনটিতে **বা পদান্তস্য** সূত্রানুযায়ী বিকল্পে যথাক্রমে সংবন্ধ, সংবল, সংবোধন রূপও হয়। তবে বাংলায় এরূপ বানান বিরলদৃষ্ট। মনে রাখিও—এই তিনটি শব্দে ম্-এর সঙ্গে যুক্ত ব সবই বর্গীয় ব। অন্তঃস্থ ব কখনও ম্-এর সঙ্গে ব্-ফলারূপে যুক্ত হয় না।]

(১৭) **ক্, খ্, গ্, ঘ্ যেকোনো একটি বর্ণ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্**

স্থানে ঙ্ কিংবা অনুস্বর (ং) হয়। সম্ + কীর্ণ = সঙ্কীর্ণ, সংকীর্ণ ; সম্ + কীর্তন = সঙ্কীর্তন, সংকীর্তন ; সম্ + গোপন = সঙ্গোপন, সংগোপন ; কিম্ + কর = কিঙ্কর, কিংকর ; অহম্ + কার = অহঙ্কার, অহংকার ; সম্ + গীত = সঙ্গীত, সংগীত ; সম্ + কল্প = সঙ্কল্প, সংকল্প ; সম্ + ঘাত = সঙ্ঘাত, সংঘাত ; শম্ + করী = শঙ্করী, শংকরী ; সম্ + কলন = সঙ্কলন, সংকলন ; সম্ + কেত = সঙ্কেত, সংকেত।

(১৮) **য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্ পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বর হয়।** সম্ + যত = সংযত ; সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ ; সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন ; সম্ + বাদ = সংবাদ ; কিম্ + বা = কিংবা ; সম্ + শয় = সংশয় ; সম্ + বিৎ = সংবিৎ ; বশম্ + বদ = বশংবদ ; স্বয়ম্ + বরা = স্বয়ংবরা ; কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি ; প্রিয়ম্ + বদা = প্রিয়ংবদা ; সম্ + বলিত = সংবলিত ; সম্ + হতি = সংহতি ; সম্ + বরণ = সংবরণ [কিন্তু সম্ + রাজ = সম্রাজ্—ম্ অক্ষত]।

(১৯) **ষ্-এর পর ত্ কিংবা থ্ থাকিলে ত্ স্থানে ট্ এবং থ্ স্থানে ঠ্ হয়।** হৃষ্ + ত = হৃষ্ট ; বৃষ্ + তি = বৃষ্টি ; উৎকৃষ্ + ত = উৎকৃষ্ট ; ইষ্ + তক = ইষ্টক ; ষষ্ + থ = ষষ্ঠ ; ইষ্ + ত = ইষ্ট।

(২০) **উদ্ উপসর্গের পরে স্থা ও স্তন্ভ্ ধাতুর স্ লোপ পায়।** উদ্ + স্থাপন = উত্থাপন ; উদ্ + স্থাপক = উত্থাপক ; উদ্ + স্থান = উত্থান ; উদ্ + স্থিত = উত্থিত ; উদ্ + স্তম্ভ = উত্তম্ভ (স্তম্ভীভাব বা নিবৃত্তি অর্থে)।

(২১) **সম্ ও পরি উপসর্গের পরে কৃ ধাতু থাকিলে ধাতুর পূর্বে স্-র আগম হয় এবং ম্ অনুস্বর হইয়া যায়।** সম্ + কার = সংস্কার ; সম্ + কৃত = সংস্কৃত ; পরি + কার = পরিষ্কার [**পরি উপসর্গের পরে স্ ষত্ব-বিধিমতে ষ্ হইয়া গিয়াছে**]। সেইরূপ সংস্কৃতি, সংস্কারক, সংস্করণ, পরিষ্কৃত, পরিষ্করণ, পরিষ্কারক।

[(২০) ও (২১) নং সূত্রদ্বয়ে পরস্পর বিপরীত ফল ফলিতেছে, লক্ষ্য কর ; প্রথমটিতে স্-র লোপ, দ্বিতীয়টিতে স্-র আগম।]

নিপাতন-সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি : তদ্ + কর = তস্কর ; ষট্ + দশ = ষোড়শ ; এক + দশ = একাদশ ; দিব্ + লোক = দ্যুলোক ; আ + চর্য = আশ্চর্য ; আ + পদ = আস্পদ ; হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র ; বৃহৎ (বাক্য) + পতি = বৃহস্পতি ; গো + পদ = গোষ্পদ ; পর + পর = পরস্পর ; বন + পতি = বনস্পতি ; পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি (পতদঞ্জলি নয়) ; হিন্স্ + অ = সিংহ ; পুম্স্ + লিঙ্গ = পুংলিঙ্গ ; মনস্ + ঈষা = মনীষা ; পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ ; বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র ; প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত।

বিসর্গসন্ধি

৪৫। **বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি, তাহাকে বিসর্গসন্ধি বলে।** [বিসর্গকে ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্ভূত ধরিলে বিসর্গসন্ধিকে ব্যঞ্জনসন্ধিও বলা যায়।] পূর্বপদের শেষবর্ণ বিসর্গ এবং পরপদের প্রথমবর্ণ স্বর কিংবা ব্যঞ্জন হইলে এই দুই পদের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহাই বিসর্গসন্ধি।

বিসর্গ দুইপ্রকার—(১) **স্-জাত ও (২) র্-জাত বিসর্গ।**

৪৬। **স্-জাত বিসর্গ : পদের শেষে স্-এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাহাই স্-জাত বিসর্গ।** যেমন—মনস্ = মনঃ ; সরস্ = সরঃ ; বয়স্ = বয়ঃ ; শিরস্ = শিরঃ ; যশস্ =

যশঃ ; আশিস্ = আশিঃ ; পুরস্ = পুরঃ ; তেজস্ = তেজঃ ; জ্যোতিস্ = জ্যোতিঃ ; ধনুস্ = ধনুঃ ; চক্ষুস্ = চক্ষুঃ ।

৪৭। **র্-জাত বিসর্গ ঃ পদের শেষে র্-এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাহাকে র্-জাত বিসর্গ** বলে। যেমন,—অন্তর্ = অন্তঃ ; নির্ = নিঃ ; পুনর্ = পুনঃ ; প্রাতর্ = প্রাতঃ ; স্বর্ = স্বঃ ; দুর্ = দুঃ। অহন্ শব্দের ন্ স্থানে র্ হয় ; এই র্-এর স্থানে বিসর্গ হয় বলিয়া তাহাকেও র্-জাত বিসর্গ বলে। বিসর্গসন্ধিতে স্-জাত ও র্-জাত বিসর্গ-সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এইবার সূত্রাবলীর আলোচনা।—

(১) **চ্ বা ছ্ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে শ্ হয়।** নিঃ + চল = নিশ্চল ; নভঃ + চর = নভশ্চর ; নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন ; দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা ; মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু ; শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন ; শিরঃ + চূড়ামণি = শিরশ্চূড়ামণি ; শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ ; সেইরূপ নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র, নিশ্চিন্ত, দুশ্চরিত্র, দুশ্ছেদ্য, সদ্যশ্ছিন্ন, নভশ্চক্ষু, দুশ্চেষ্টা, পুরশ্চরণ।

(২) **ট্ বা ঠ্ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে ষ্ হয়।** ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার ; চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়। ['নিষ্ঠুর' সন্ধিজাত নয়, প্রত্যয়সিদ্ধ (নি- √স্থা + উর) ; ধাতুর স্ ষত্ব বিধিমতে ষ্ হওয়ায় থ ঠ হইয়াছে।]

(৩) **ত্ বা থ্ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে স্ হয়।** ইতঃ + ততঃ = ইতস্তত, মনঃ + তাপ = মনস্তাপ ; নভঃ + তল = নভস্তল ; নিঃ + তেজ = নিস্তেজ ; নিঃ + তার = নিস্তার ; দুঃ + তর = দুস্তর ; মনঃ + তুষ্টি = মনস্তুষ্টি ; মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব ; শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ।

(৪) **পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণও যদি অ-কার হয়, তবে সেই অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় ; ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, এবং পরবর্তী অ-কার লোপ পায়।** ততঃ + অধিক = ততোধিক ; বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক ; মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাস ; যশঃ + অভীপ্সা = যশোভীপ্সা।

(৫) **পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও স্-জাত বিসর্গ থাকে এবং বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ অথবা য্ র্ ল্ ব্ হ্—ইহাদের যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তাহা হইলে অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় ; ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।** মনঃ + দীপ = মনোদীপ ; তপঃ + বন = তপোবন ; তিরঃ + ধান = তিরোধান ; সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত ; অধঃ + মুখ = অধোমুখ ; ছন্দঃ + বন্ধ = ছন্দোবন্ধ ; পুরঃ + হিত = পুরোহিত ; বয়ঃ + বৃদ্ধ = বয়োবৃদ্ধ ; সরঃ + জ = সরোজ ; মনঃ + মোহিনী = মনোমোহিনী ; নভঃ + মণ্ডল = নভোমণ্ডল ; যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা ; যশঃ + রশ্মি = যশোরশ্মি ; শিরঃ + রত্ন = শিরোরত্ন ; সেইরূপ ত্রয়োদশ, ভূয়োদর্শী, শিরোদেশ, শিরোধার্য, যশোদা, পুরোধা, তেজোদৃপ্ত, শ্রেয়োধর্মী, সদ্যোমৃত, সর্বতোভাবে, তেজোময়ী, সরোবর, অকুতোভয়, পয়োধি, মনোহরণ, মনোযোগ, মনোগামী, মনোনির্ভর, মনোমোহন, মনোরুদ্ধ, যশোলাভ, নভোলোভী, অধোরেখ, স্বতোবিরুদ্ধ।

(৬) **পূর্বপদের শেষস্থ অ-কারের পর যদি র্-জাত বিসর্গ থাকে এবং স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ, কিংবা য্ ল্ ব্ হ্—ইহাদের যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তাহা হইলে র্-জাত বিসর্গের স্থানে র্ হয় ; সেই নবজাত র্ পরবর্তী স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত হয় কিংবা রেফ (') হইয়া পরবর্তী ব্যঞ্জনের মস্তকে**

চলিয়া যায়। অন্তঃ + লোক = অন্তর্লোক ; অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত ; অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা ; অন্তঃ + ঈক্ষ = অন্তরীক্ষ ; অন্তঃ + গত = অন্তর্গত ; অন্তঃ + ভূত = অন্তর্ভূত ; অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত ; প্রাতঃ + আশ (ভোজন) = প্রাতরাশ ; প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ ; প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান ; পুনঃ + অপি = পুনরপি ; পুনঃ + ঈক্ষণ = পুনরীক্ষণ ; পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার ; পুনঃ + যাত্রা = পুনর্যাত্রা ; স্বঃ + গত = স্বর্গত ; অহঃ + অহঃ = অহরহঃ ; অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয় ; সেইরূপ অন্তর্ধান, পুনর্বার, অধরূর্ধ্ব, অহর্নিশ, পুনরবগতি।

(৭) পূর্বপদের শেষে অ-কার ও আ-কার ভিন্ন স্বরের পরে যদি বিসর্গ থাকে, এবং স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ বা য্ ল্ ব্ হ্—যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তবে বিসর্গের স্থানে র্ হয় ; সেই নবজাত র্ পরবর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় কিংবা রেফ হইয়া পরবর্তী ব্যঞ্জনের মস্তকে চলিয়া যায়। নিঃ + অঙ্কুশ = নিরঙ্কুশ ; নিঃ + আনন্দ = নিরানন্দ ; নিঃ + আকার = নিরাকার ; নিঃ + অর্থক = নিরর্থক ; নিঃ + উদ্যম = নিরুদ্যম ; দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা ; নিঃ + উৎসাহ = নিরুৎসাহ ; নিঃ + আমিষ = নিরামিষ ; নিঃ + ঈশ্বর = নিরীশ্বর ; নিঃ + ঈক্ষণ = নিরীক্ষণ ; নিঃ + ঈহ = নিরীহ ; নিঃ + ঝর = নির্ঝর ; নিঃ + নয় = নির্ণয় ; নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব ; নিঃ + উপমা = নিরুপমা ; দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা ; নিঃ + আয়োজন = নিরায়োজন ; দুঃ + অভিমান = দুরভিমান ; দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট ; নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প ; চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ ; চতুঃ + আনন = চতুরানন ; চতুঃ + বেদ = চতুর্বেদ ; জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র ; চক্ষুঃ + উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন ; আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব ; আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ ; বহিঃ + অঙ্গ = বহিরঙ্গ ; নিঃ + অবধি = নিরবধি ; সেইরূপ দুর্বল, নিরবয়ব, নিরাভরণা, নিরলঙ্কার, নিরুদ্বেগ, নিরুদ্দেশ, দুর্নিবার, দুর্ধর্ষ, চতুর্দিক্, বহির্ভূত, বহিরিন্দ্রিয়, জ্যোতিরীশ, নিরাময়, নিরর্গল, নির্বেদ (অনুতাপ), নিরতিশয়, বহির্জগৎ, ধনুর্বেদ, নিরাসক্ত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতির্বলয়, নিরুপাধিক, নিরৌৎসুক্য, নিরাড়ম্বর, নিরনুরক্ত।

(৮) পরপদের প্রথমবর্ণ যদি র্ হয়, তাহা হইলে পূর্বপদের শেষস্থ র্-জাত বিসর্গের (বা অ আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গের) লোপ হয় এবং বিসর্গের পূর্বস্থ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হয় অর্থাৎ অ স্থানে আ, ই স্থানে ঈ, উ স্থানে ঊ হয়। নিঃ + রব = নীরব ; নিঃ + রক্ত = নীরক্ত ; নিঃ + রদ (দন্ত) = নীরদ [শব্দটির উচ্চারণ ও বানান-সম্বন্ধে সাবধান থাকিবে] ; নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র ; নিঃ + রজ = নীরজ (ধূলিশূন্য) ; স্বঃ + রাজ্য = স্বারাজ্য ; চক্ষুঃ + রত্ন = চক্ষূরত্ন ; জ্যোতিঃ + রূপা = জ্যোতীরূপা ; তদ্রূপ চক্ষূরোগ, নীরোগ, নীরস, নীরত (বিরত)। "সে সত্যটি স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা।"—রবীন্দ্রনাথ।

(৯) অ-কার বা আ-কারের পর বিসর্গ থাকিলে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ ক্ খ্ প্ ফ্—যেকোনো একটি হইলে সেই বিসর্গ স্থানে স্ হয়। নমঃ + কার = নমস্কার ; বাচঃ + পতি = বাচস্পতি ; পুরঃ + কার = পুরস্কার ; তিরঃ + কৃত = তিরস্কৃত ; অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত ; শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর ; যশঃ + কর = যশস্কর ; ভাঃ + কর = ভাস্কর ; মনঃ + কামনা = মনস্কামনা ; তেজঃ + ক্রিয়তা = তেজস্ক্রিয়তা ; তিরঃ + করণী = তিরস্করণী (অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা)।

(১০) ক্ খ্ প্ ফ্—যেকোনো একটি বর্ণ পরপদের প্রথমবর্ণ হইলে নিঃ, আবিঃ, বহিঃ, দুঃ, চতুঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়। নিঃ+প্রয়োজন=নিষ্প্রয়োজন ; নিঃ+প্রভ=নিষ্প্রভ ; নিঃ+করুণ=নিষ্করুণ ; নিঃ+কাম=নিষ্কাম ; নিঃ+কৃতি=নিষ্কৃতি ; আবিঃ+কার=আবিষ্কার ; বহিঃ+কৃত=বহিষ্কৃত ; দুঃ+কৃতি=দুষ্কৃতি, দুঃ+পাচ্য=দুষ্পাচ্য ; চতুঃ+পদ=চতুষ্পদ ; চতুঃ+পার্শ্বস্থ=চতুষ্পার্শ্বস্থ ; ধনুঃ+পাণি=ধনুষ্পাণি ; আয়ুঃ+কাল=আয়ুষ্কাল ; ভ্রাতুঃ+পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্ষেত্রে বিসর্গ অক্ষত থাকে—স্ বা ষ্ কিছুই হয় না। স্রোতঃ+পথ=স্রোতঃপথ ; জ্যোতিঃ+পুঞ্জ=জ্যোতিঃপুঞ্জ ; মনঃ+কষ্ট=মনঃকষ্ট ; মনঃ+পীড়া=মনঃপীড়া ; শিরঃ+পীড়া=শিরঃপীড়া ; মনঃ+প্রাণ=মনঃপ্রাণ ; মনঃ+ক্ষোভ=মনঃক্ষোভ ; স্বতঃ+প্রবৃত্ত=স্বতঃপ্রবৃত্ত ; সেইরূপ অন্তঃপুর, অন্তঃপাতী, অন্তঃকরণ, শিরঃকম্প, মনঃক্ষুণ্ণ।

(১১) **প্রথমপদের অন্তে অ-কারের পর যদি বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ যদি অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ হয়, তখন বিসর্গের লোপ হয়, লোপের পর আর সন্ধি হয় না।** অতঃ+এব=অতএব ; শিরঃ+উপরি=শির-উপরি ; বক্ষঃ+উপরি=বক্ষ-উপরি ; মনঃ+আশা=মন-আশা।

(১২) **পরপদের প্রথমে স্ত, স্থ, স্প থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত বিসর্গ বিকল্পে লুপ্ত হয়।** নিঃ+স্পন্দ=নিঃস্পন্দ, নিস্পন্দ ; বক্ষঃ+স্থল=বক্ষঃস্থল, বক্ষস্থল ; নিঃ+স্পৃহ=নিঃস্পৃহ, নিস্পৃহ ; মনঃ+স্থ=মনঃস্থ, মনস্থ ; অন্তঃ+স্থ=অন্তঃস্থ, অন্তস্থ ; দুঃ+স্থ=দুঃস্থ, দুস্থ ; মনঃ+স্থিত=মনঃস্থিত, মনস্থিত।

নিপাতন-সিদ্ধ কয়েকটি বিসর্গসন্ধি—গীঃ+পতি=গীষ্পতি, গীর্পতি, গীঃপতি ; অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র (র্-জাত বিসর্গ বলিয়া ৫নং সূত্রে পড়িল না)।

সন্ধি-সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য

সংস্কৃত ভাষায় সন্ধির খুবই প্রাধান্য। **কিন্তু সন্ধি বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কোমলতা ও শ্রুতিমাধুর্যই বাংলা ভাষার বিশেষত্ব। সন্ধির মর্যাদারক্ষা অপেক্ষা ভাষার মাধুর্যরক্ষার প্রশ্নটি অধিকতর বিবেচ্য।** এইজন্য নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে রাখা অত্যাবশ্যক।—

(ক) **সংস্কৃতে পাশাপাশি পৃথক্ পৃথক্ পদেরও সন্ধি হয়, বাংলায় এরূপ সন্ধি চলেই না।** স্ত্র্যাচারান্তে বরবধূকে প্রীত্যুপহারাশীর্বাদী দেওয়া হইল। বাজার হইতে কচ্বাল্বাদামানারঙ্গেত্যাদ্যানানো হইয়াছে।—এইরূপ বাক্য বাংলায় চলেই না। বলিতে হইবে—স্ত্রী-আচার-অন্তে বরবধূকে প্রীতি-উপহার ও আশীর্বাদী দেওয়া হইল। বাজার হইতে কচু আলু আদা আম আনারস ইত্যাদি আনানো হইয়াছে। **সন্ধির ফল যেন মারাত্মক হইয়া না উঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে।**

(খ) তদ্ভব দেশী বা বিদেশী শব্দের সহিত তৎসম শব্দের সন্ধি না করাই উচিত। কতকাংশ, তোমাপেক্ষা, টাকাভাব, থালাচ্ছাদন, নদীয়াভিমুখে, ট্যাক্সাদায়, বরফাচ্ছন্ন, চাদরাবৃত, উড়িষ্যেশ্বর, ইংলনডেশ্বরী, চাষাবাদ, এতাধিক, আপনাপনি, পছন্দানুযায়ী, আইনানুসারে, রাগাগুন, ডেকোপরি, রুট্যাহার ইত্যাদি **সন্ধিবদ্ধ রূপে না লিখিয়া পদসংযোজক চিহ্নদ্বারা সমাসবদ্ধ করাই ভালো ; প্রয়োজনস্থলে পৃথক্**

পৃথক্ পদরূপে নির্দেশ করাও চলে। যেমন—কতক অংশ, তোমার অপেক্ষা, টাকার অভাব, নদীয়া অভিমুখে, ট্যাক্স আদায়, থালায় ঢাকা, চাদরে মোড়া, উড়িষ্যা-ঈশ্বর, চাষ-আবাদ, এত অধিক, আপনা-আপনি, জগৎ-জোড়া, পছন্দ-অনুযায়ী, আইন-অনুসারে, রাগের আগুন, গ্যাসের আলো, ডেকের উপর, রুটি আহার ইত্যাদি।

অবশ্য অধিকাংশ, ফলাহার, তদপেক্ষা, অন্নাভাব, বস্ত্রাচ্ছাদন, স্থানাভিমুখে, তুষারাচ্ছন্ন, দনুজেশ্বর, বঙ্গেশ্বরী, সূত্রানুযায়ী, নিয়মানুসারে, ক্রোধাগ্নি, পর্বতোপরি প্রভৃতি শব্দ তৎসম সন্ধিসিদ্ধ বলিয়া যে শিষ্টপ্রয়োগ তাহা তো বলা বাহুল্য। কিন্তু দিল্লীশ্বরী, যশোরেশ্বরী, ইংলনডেশ্বর, বাঘাম্বর প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত শিষ্ট-প্রয়োগ না হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা ভাষায় চলিতেছে।

(গ) যে-সমস্ত তৎসম সন্ধিবদ্ধ বা সমাসবদ্ধ পদ পূর্ণ শব্দরূপে বাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে, সেগুলির আভ্যন্তর সন্ধি অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত। আচার্য সুনীতিকুমার বলিয়াছেন, "এগুলি যেন বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে স্বয়ংসিদ্ধ।" যেমন—প্রত্যহ, অত্যাচার, ইতস্ততঃ, মহাশয়, বিদ্যালয়, অন্তরাত্মা, যদ্যপি, অতএব, অদ্যাপি, সংবাদ, সরোবর, স্বতঃসিদ্ধ, অতঃপর ইত্যাদি।

শ্রুতিকটু বা উচ্চারণে ক্লেশকর হইবার সম্ভাবনা থাকিলে দুইটি তৎসম শব্দও সন্ধিবদ্ধ না করাই ভালো। শব্দদ্বয়কে পাশাপাশি বসাইয়া পদসংযোজক চিহ্নদ্বারা যুক্ত করা বিধেয়।—নাম-উচ্চারণ (নামোচ্চারণ নয়); গ্রীষ্ম-ঋতু (গ্রীষ্মর্তু নয়); শরৎ-ঋতু (শরদৃতু নয়); পিতৃ-ঋণ (পিতৃণ নয়); বাণী-অর্চনা (বাণ্যর্চনা নয়); গুরুর আদেশ (গুর্বাদেশ নয়—এখানে গুরু ও আদেশ শব্দ দুইটিকে সমাসবদ্ধও করা হয় নাই, লক্ষ্য কর); শরৎচন্দ্র (শরচ্চন্দ্র নয়); শ্রীঈশ্বরচন্দ্র (শ্রীশ্বরচন্দ্র নয়); প্রতিষ্ঠা-উৎসব (প্রতিষ্ঠোৎসব নয়)।

ভাষার এই শ্রুতিমাধুর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই (কবিতায় ছন্দের খাতিরেও বটে) কবি-সাহিত্যিকগণ বহু বাংলা শব্দ, এমন-কি তৎসম শব্দকেও সন্ধিবদ্ধ করেন নাই।—

প্রয়োগ: "কানু-অনুরাগরাঙা বসন পরিব।"—চণ্ডীদাস। "প্রতিঅঙ্গ লাগি কান্দে প্রতিঅঙ্গ মোর।"—জ্ঞানদাস। "অতুল ঐশ্বর্যে রত তাঁর ভিখারীর ব্রত।"—রবীন্দ্রনাথ "জীবন-উদ্যানে তোর যৌবনকুসুমভাতি কতদিন রবে?"—মধুকবি। "হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহকছলে!"—ঐ। "উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ দরবিগলিত চক্ষে।"—করুণানিধান। "হরো জগতের বিরহ-আঁধার।"—ঐ। "ফুটুক আঁখি দিব্য-আলোক-সম্পাতে।"—বিজয়লাল। "অরুণ-আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।"—রবীন্দ্রনাথ। "চরণে পদ্ম অতসী-অপরাজিতায় ভূষিত দেহ।"—সত্যেন্দ্রনাথ। "দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে।"—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। "কানন-আনন পাণ্ডুর করি .....গগন ভরিল কে।"—মোহিতলাল। "নীল-অঞ্জন-গিরি-নিভ কায়া।"—ঐ। "স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে উৎসব-উচ্ছ্বাসে···বিজয়-উল্লাসে।"—রবীন্দ্রনাথ। "সর্ব-উপদ্রব-সহা আনন্দ ভবন।"—ঐ। "প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক?"—যতীন্দ্রমোহন। "মুক্ত হস্তে করি দান ভ্রাতৃ-অভিষেকে সুখী তুমি বীর।"—প্রিয়ংবদা দেবী। নয়ন-আনন্দ তুমি ভুবন-ঈশ্বরী। "কাহারই বা সে পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল।"—শরৎচন্দ্র। "এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি।"—বঙ্কিমচন্দ্র। "তাঁহার কথাগুলি এত·····

হৃদয়গ্রাহী যে তৎশ্রবণে পাষাণহৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।"—কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

বাংলা সন্ধি

তৎসম শব্দের সন্ধির নিয়ম আর খাঁটী বাংলা শব্দের সন্ধির নিয়ম—উভয়ের মধ্যে প্রচুর ফারাক। কারণ জীবন্ত বাংলা ভাষা সন্ধি-সমাস-প্রত্যয়-বিভক্তি-সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব একটা প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতেছে। এই প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যটি এখনো পর্যন্ত গবেষণার স্তরেই রহিয়াছে। সুতরাং তৎসম শব্দের সন্ধিসূত্র দিয়া খাঁটী বাংলা শব্দের সন্ধি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়, বিহিতও নয়।

বাংলা সন্ধি প্রধানতঃ মৌখিক উচ্চারণজাত সমীকরণেরই সগোত্র। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ধ্বনির কোথাও মিলন হয়, কোথাও ধ্বনি দুইটির একটি লোপ পায়, আবার কোথাও-বা তাহাদের কিছুটা বিকৃতি ঘটে। ইহাই খাঁটী বাংলা সন্ধি। এই সন্ধিজাত শব্দাবলী চলিত ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ্। কোনো-কোনোটি অবশ্য সাধু ভাষাতেও সমাদর পাইতেছে।

বাংলা সন্ধি দুইপ্রকার—স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। বিসর্গসন্ধি বাংলায় নাই; কারণ বিসর্গযুক্ত তৎসম শব্দের বিসর্গ লোপ করিয়া শব্দটিকে স্বরান্ত রাখাই বাংলা ভাষার রীতিতে দাঁড়াইয়াছে। যেমন—মন, শির, স্রোত, বক্ষ, স্বত, সদ্য, জ্যোতি, চক্ষু ইত্যাদি। প্রথম তিনটি শব্দ উচ্চারণে মন্, শির্, স্রোত্ হওয়া সত্ত্বেও রূপে যে অ-কারান্ত, তাহা মনে রাখিবে।

বাংলা স্বরসন্ধি

(১) **পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণ থাকিলে একটির লোপ হয়।**

(ক) **পূর্বস্বর লোপ ঃ** বার + এক = বারেক ; শত + এক = শতেক ; খান + এক = খানেক ; এত + এক = এতেক ; দশ + এক = দশেক ; আধ + এক = আধেক ; তিল + এক = তিলেক ; যত + এক = যতেক ; অর্ধ + এক = অর্ধেক ; মিথ্যা + উক = মিথ্যুক ; নিন্দা + উক = নিন্দুক।

(খ) **পরস্বর লোপ ঃ** যা + ইচ্ছেতাই = যাচ্ছেতাই (কদর্য অর্থে) ; কোটি + এক = কোটিক ; গুটি + এক = গুটিক ; খানি + এক = খানিক ; কুড়ি + এক = কুড়িক ; ছেলে + আমি = ছেলেমি ; মেয়ে + আলী = মেয়েলী ; ছোট + এর = ছোটর ; বড় + এর = বড়র ; দাদা + এর = দাদার ; ভাল + এর = ভালর।

(২) **অ, আ, ই, উ, এ, ও প্রভৃতি স্বরের পর এ-কার থাকিলে সেই এ-কার বিকৃত হইয়া য় (য়ে) হয়।** ভাল + এ = ভালয় ; আলো + এ = আলোয় ; নদে + এ = নদেয় ; পাতা + এ = পাতায় ; মা + এ = মায়ে ; ঝি + এ = ঝিয়ে ; দই + এ = দইয়ে ; মু + এ = মুয়ে ; পো + এ = পোয়ে ; জো + এতে = জোয়েতে।

[একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে যে এই স্বরবিকৃতির মূলে য়-শ্রুতি রহিয়াছে।]

(৩) **সংস্কৃত সন্ধির অনুকরণে বাংলা স্বরসন্ধি (তৎসম শব্দের সহিত অতৎসম শব্দের মিলন) ঃ** বাপ + অন্ত = বাপান্ত ; মত + অন্তর = মতান্তর ; দিল্লি + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর ; নেপাল + অধীশ = নেপালাধীশ ; ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী ; যশোর + ঈশ্বরী = যশোরেশ্বরী ; চিতোর + উদ্ধার = চিতোরোদ্ধার ; ঝুলন + উৎসব = ঝুলনোৎসব ;

পোস্ট + আপিস = পোস্টাপিস ; বয়স + উচিত = বয়সোচিত ; উপর + উক্ত = উপরোক্ত ; মন + অন্তর = মনান্তর ; যশ + আকাঙ্ক্ষা = যশাকাঙ্ক্ষা ; শির + উপরি = শিরোপরি ; বক্ষ + উপরি = বক্ষোপরি ; মন + উপযোগী = মনোপযোগী ; স্বত + উৎসারিত = স্বতোৎসারিত ; সদ্য + উত্থিত = সদ্যোত্থিত ।

শেষের কয়েকটি শব্দ-সম্বন্ধে আমাদের একটু বিশেষ বক্তব্য আছে । বাংলা ভাষার প্রকৃতি-পরিচয়ের অপেক্ষা না রাখিয়াই অনেক প্রাচীনপন্থী মনঃ, যশঃ, প্রাতঃ, তেজঃ, রজঃ, নভঃ, শিরঃ, শ্রেয়ঃ, বক্ষঃ, জ্যোতিঃ, ছন্দঃ প্রভৃতি শব্দকে বিসর্গযুক্ত রাখিতে চান । সেই হিসাবে মনান্তর, বক্ষোপরি, স্বতোৎসারিত প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁহাদের কাছে শিষ্ট প্রয়োগের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত । কিন্তু একটি প্রশ্ন ।—"তোমার নামটি তো মনে পড়ছে না হে ।" "শিরে সংক্রান্তি ।" "বক্ষের নিচোল বাস ····· ভূমিতে লুটায় ।" প্রভৃতি স্থলে তাঁহারা কি সংস্কৃত সন্ধিসূত্রের মর্যাদা রাখিবার জন্য মনঃ + এ > মনএ, শিরঃ + এ > শিরএ, বক্ষঃ + এর > বক্ষএর উচ্চারণ করেন ? তখন তো দেখি সাধারণ অ-কারান্ত শব্দের মতোই উক্ত শব্দগুলিতে এ বা এর বিভক্তি যোগ করিয়া মনে, মনের, শিরে, শিরের, বক্ষের, প্রাতে ইত্যাদি বলেন । উপরোক্ত শব্দগুলিকে বিসর্গশূন্য করিয়া মাত্র অ-কারান্ত করিবার দিকেই বাংলা ভাষার যে সহজ প্রবণতা, এ সত্যই কি তাঁহারা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন না ? অবশ্য মনঃকষ্ট, মনশ্চক্ষু, মনস্তুষ্টি, মনোরম, শিরোধার্য, শিরশ্চুম্বন, বক্ষোরত্ন, বক্ষঃপঞ্জর, নভশ্চক্ষু, নভোমণ্ডল, প্রাতর্ভ্রমণ, জ্যোতিরিন্দ্র, যশোমন্দির, যশোদা, তপশ্চর্যা, শ্রেয়োবোধ, স্রোতোহীন প্রভৃতি শব্দ স্বরূপে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত সন্ধি-সূত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই । কিন্তু মাত্র খাঁটী বাংলা সন্ধিজাত হওয়ার অপরাধেই মনান্তর, বক্ষোপরি প্রভৃতি শব্দকে সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় রাখিব কী সাহসে ? **বাংলা ব্যাকরণ যে পুরাদস্তুর সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়,** এই কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দরদী সাহিত্যিকগণ বিস্মৃত হন নাই । (ক) "সারাদিন কাটে তাঁর জপে তপে ।"—রবীন্দ্রনাথ । (খ) "বিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে ।"—মোহিতলাল । (গ) "চারি চক্ষুর ধারায় তিতিল বৃন্দাবনের রজ ।"—কালিদাস রায় । (ঘ) "তোমার বিপুল বক্ষপটে নিঃশঙ্ক কুটিরগুলি ।"—রবীন্দ্রনাথ । (ঙ) "তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে ।"—ঐ । (চ) "উচ্চরবে শিরোপরি ঘনগর্জন হইতেছে ।"—বঙ্কিমচন্দ্র । (ছ) "পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল ।"—সত্যেন্দ্রনাথ । (জ) "বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে যে নৃত্য চলেছে ঠাকুরের ভুবনস্পন্দন নৃত্য তারই স্বতোৎসার ।"—অচিন্ত্যকুমার ।

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি

(১) পরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জন হইলে পূর্বপদের শেষস্বর লোপ পায় ।

অ লোপ : বড় + দাদা = বড়্‌দাদা > বড়্‌দা ; কাল + শিটে = কাল্‌শিটে ।

আ লোপ : কাঁচা + কলা = কাঁচ্‌কলা ; ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়্‌গাড়ি ; কোথা + থেকে = কোত্থেকে ; টাকা + শাল = টাক্‌শাল ।

ই-বর্ণ লোপ : মিশি + কালো = মিশ্‌কালো ; পানি + ফল = পান্‌ফল ; বেশী + কম = বেশ্‌কম ; চিরুনি + দাঁতী = চিরুন্‌দাঁতী ; ঢেঁকি + শাল = ঢেঁক্‌শাল ; মাসী + শাশুড়ী = মাস্‌শাশুড়ী ।

উ-বর্ণ লোপ ঃ উঁচু + কপালী = উঁচ্‌কপালী ; সরু + চাকলি = সর্‌চাকলি।
এ লোপ ঃ পিছে + মোড়া = পিছ্‌মোড়া ; পিসে + শ্বশুর = পিস্‌শ্বশুর।

(২) **পরপদের প্রথমবর্ণ ঘোষবর্ণ হইলে পূর্বপদের শেষ ব্যঞ্জনের লোপ হয়।** জগৎ + জন = জগজন (সংস্কৃত-মতে জগজ্জন) ; জগৎ + মোহন = জগমোহন (সং—জগন্মোহন) ; জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু (সং—জগদ্‌বন্ধু)।

(৩) **পরপদের প্রথমবর্ণ ঘোষবর্ণ হইলে পূর্বপদের শেষ অঘোষ ব্যঞ্জনবর্ণটির স্থানে ঘোষ হয়।** ডাক + ঘর = ডাগ্‌ঘর ; এক + গুণ = এগ্‌গুণ ; হাত + ধরা = হাদ্‌ধরা ; নাত + বউ = নাদ্‌বউ ; বট + গাছ = বড্‌গাছ > বড়্‌গাছ ; হাট + বাজার = হাড্‌বাজার ; পাঁচ + জনকে = পাঁজ্জনকে ; বাপ + ভাই = বাব্‌ভাই ; ছোট + দাদা = ছোড্‌দাদা > ছোড়্‌দা ; যত + দিনে = যদ্দিনে ; এত + দিন = এদ্দিন (আদ্দিন)।

(৪) **পরপদের প্রথমবর্ণ অঘোষ হইলে পূর্বপদের শেষস্থ ব্যঞ্জনবর্ণটি স্বরশূন্য অঘোষ হয়।** রাগ + করেছে = রাক্‌করেছে ; বড় + ঠাকুর = বট্‌ঠাকুর ; কাজ + চালানো = কাচ্‌চালানো।

(৫) **শ, ষ, স পরে থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত চ স্থানে শ্‌ হয়।** পাঁচ + শ = পাঁশ্‌শ ; পাঁচ + ষোলং = পাঁশ্‌ষোলং ; পাঁচ + সের = পাঁশ্‌সের।

(৬) **পরপদের প্রথমে চ-বর্গের বর্ণ থাকিলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত-বর্গের বর্ণটি চ-বর্গের বর্ণের সহিত মিলিয়া যায়।** সাত + জন্ম = সাজ্জন্ম ; হাত + ছানি = হাচ্ছানি ; নাত + জামাই = নাজ্জামাই।

(৭) **স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ছ স্থানে সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির অনুরূপ চ্ছ হয়।** বি + ছিরি = বিচ্ছিরি।

(৮) **পরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জন হইলে পূর্বপদের শেষবর্ণ র সেই ব্যঞ্জনে পরিণত হয়।** চার + টি = চাট্টি ; কর + না = কন্না ; আর + না = আন্না ; কর + তাল = কত্তাল ; চার + শ = চাশ্‌শ ; বেটার + ছেলে = বেটাচ্ছেলে।

বাংলা সন্ধিজাত শব্দগুলির প্রত্যেকটি না হউক কিছু কিছু অন্ততঃ সাহিত্যেও ঠাঁই পাইয়া আসিতেছে এবং ইহাদের সংখ্যা সাহিত্যে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।—

প্রয়োগ ঃ (ক) "অতেক বরষ পরে বঁধু ফিরে এল ঘরে।"—চণ্ডীদাস। (খ) "এতেক সহিল অবলা বলে।"—ঐ। (গ) "না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো ?"—ঐ। (ঘ) "কোটিকে গুটিক হয়।" (ঙ) "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।"—ভারতচন্দ্র। (চ) কলিতে কি আর ভালর কাল আছে ভাই। (ছ) "ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই।" (জ) "অতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার।"—রবীন্দ্রনাথ। (ঝ) "উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।"—ঐ। (ঞ) "জয় শচীনন্দন ভবভয়খণ্ডন জগজনমোহন জাবণি রে।" (ট) "শিরোপরি শত বজ্র গর্জিবে গর্জুক।"—গোবিন্দ দাস। (ঠ) "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।"—রজনীকান্ত। (ড) "সব সময় মনোযোগী শ্রোতা পাওয়া যাইত না।"—প্রমথনাথ বিশী। (ঢ) "নারীর এ আরেক রূপ।"—মোহিতলাল। (ণ) "কী জানি কোনোদিন সামান্য কারণে মনান্তর ঘটিতে পারে।"—রবীন্দ্রনাথ। (ত) "করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার স্খলন-পতন-ত্রুটি ?"—ঐ।

এতক্ষণ সন্ধি-সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, তাহাতে একাধিক পদকে কীভাবে

সন্ধিবদ্ধ করা হয়, তাহা শিখিলে। পরীক্ষায় সন্ধিবদ্ধ শব্দকে বিচ্ছিন্ন করিবার নির্দেশই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আসিয়া থাকে। তখন কীভাবে উত্তর দিবে, দেখ।—

স্নেহাশিস্ = স্নেহ + আশিস্ (অ + আ = আ) ; পরীক্ষিকা = পরি + ঈক্ষিকা (ই + ঈ = ঈ) ; গবেষণা = গো + এষণা (ও + এ = ও-স্থানে অব্) ; গবাক্ষ = গো + অক্ষ (নিপাতনসন্ধি—ও-স্থানে নিয়মমতো অব্ না হইয়া অব হইয়াছে) ; বিদ্যুদালোক = বিদ্যুৎ + আলোক (স্বরবর্ণ পরে থাকায় ত্-স্থানে দ্ হইয়াছে) ; মৃন্ময় = মৃৎ + ময় (ম্ পরে থাকায় ত্-স্থানে ত-বর্গের পঞ্চমবর্ণ ন্ হইয়াছে) ; উচ্ছ্বসিত = উদ্ + শ্বসিত (শ্ পরে থাকায় দ্-স্থানে চ্, শ্-স্থানে ছ্) ; যজ্ঞ = যজ্ + ন (ন্-স্থানে ঞ্) ; সংস্কৃতি = সম্ + কৃতি (ম্-স্থানে ং, কৃ ধাতুর পূর্বে স্ আগম) ; বনস্পতি = বন + পতি (নিপাতনসন্ধি—প্-র পূর্বে অকারণে স্ আগম) ; নিরুদক = নিঃ + উদক (স্বরবর্ণ পরে থাকায় ঃ-স্থানে র্) ; জ্যোতীরেখা = জ্যোতিঃ + রেখা (র্ পরে থাকায় ঃ-স্থানে র্ এবং তার লোপ, পূর্ববর্তী ই-স্থানে ঈ) ; বাচস্পতি = বাচঃ + পতি (ঃ-স্থানে স্) ; ভ্রাতুষ্পুত্র = ভ্রাতুঃ + পুত্র (উ-কারের পর ঃ-স্থানে ষ্) ; ঘোড়্গাড়ি = ঘোড়া + গাড়ি (বাংলা সন্ধিতে পূর্বপদের শেষস্থ আ লোপ) ; বাপান্ত = বাপ + অন্ত (সংস্কৃতের অনুসরণে খাঁটী বাংলা সন্ধি) ; ষোড়শ = ষট্ + দশ (নিপাতনসন্ধি) ; সরোবর = সরঃ + বর (ব্ পরে থাকায় অঃ ও-কার হইয়াছে) ; পাবন = পৌ + অন (অন্য স্বর পরে থাকায় ঔ-স্থানে আব্) ; পর্যটন = পরি + অটন (অ পরে থাকায় ই-স্থানে য্, পূর্ববর্তী র্ রেফ হইয়া পরবর্তী ব্যঞ্জন য্-এর মাথায় গিয়াছে) ; জগবন্ধু = জগৎ + বন্ধু (বাংলা সন্ধি—ঘোষবর্ণ পরে থাকায় পূর্বপদের শেষ ব্যঞ্জন লুপ্ত); আধেক = আধ + এক (পূর্বপদের শেষস্বর লোপ, বাংলা সন্ধি) ; উত্থাপন = উদ্ + স্থাপন (উদ্-এর পর স্থা ধাতুর স্ লোপ) ; আবির্ভাব = আবিঃ + ভাব (বর্গীয় চতুর্থবর্ণ ভ্ পরে থাকায় ই-র পরস্থিত ঃ-স্থানে র্, সেই র্ রেফ হইয়া পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় গিয়াছে); হৃৎকমল = হৃদ্ + কমল (ক পরে থাকায় দ্ স্থানে ত্) ; শুদ্ধসত্ত্বান্বিত = শুদ্ধসত্ত্ব + অনু + ইত (প্রথমে অ + অ = আ ; পরে —দ্বিতীয় পদের প্রথমবর্ণ ই, তাই প্রথমপদের শেষবর্ণ উ-স্থানে ব্)।

সন্ধিবিচ্ছেদের প্রশ্নে নিপাতন সন্ধি ও বাংলা সন্ধির ক্ষেত্রে যথাক্রমে নিপাতন সন্ধি ও বাংলা সন্ধি বলিয়া অবশ্যই উল্লেখ করিবে।